পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সমীপে ২২ দফা দাবিসনদ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

পঃ বঃ সরকার,

রাইটার্স বিল্ডিং-কলকাতা

আপনার নিকট নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত ২২ দফা দাবি পেশ করছি। আশাকরি আপনি এগুলি দ্রুত রূপায়নে সচেষ্ট হবেন।

প্রস্তাব

১। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।

২। রাজ্য সরকারের লিখিত আদেশ ছাড়া কোনো কারখানায় লক-আউট বা ক্লোজার হলে তা বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হোক।

৩। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করুক যে নিজস্ব প্রয়োজনে ছাড়া কারখানার জমি অন্যভাবে ব্যবহার করা চলবে না।

৪। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিজস্ব ট্রাস্ট কমিটিতে জমা রাখে, তারাও পি এফ বকেয়া রাখলে তাদের এই বিশেষ সুবিধা সরকার বাতিল করুক। শ্রমিকদের কাছ থেকে পি এফ কেটে নিয়ে জমা দিচ্ছেন না যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান-এর মালিকরা তাদের বিরুদ্ধে 'ফৌজদারী আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বন্ধ বা রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করে সরকার তাদের পুনরুজ্জীবনের প্যাকেজ-প্রকল্প গ্রহণ করুক।

৬। বি আই এফ আর-এ যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের ১৫৭টি শিল্পের জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি তৈরি করে সরকার তার মতামত জানাক ও বিষয়গুলির দ্রুত মীমাংসার জন্য বি আই এফ আর কে চাপ দিক।

৭। দীর্ঘ দশ বছর বা তার বেশী সময় ধরে যে সব বন্ধ শিল্প-গুলির পড়ে নষ্ট হওয়া জায়গা-জমি, শেড, মেশিন এবং তাদের দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক সম্পর্কে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক।

৮। সমস্ত পক্ষের মতামত সাপেক্ষে যে বন্ধ শিল্পগুলি তুলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, সেখানকার প্রতিটি শ্রমিককে এককালীন অর্থসাহায্য এবং নতুন শিল্পোদ্যোগে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগানো হোক।

৯। কোনো শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রকল্প সরকারের ন্যূনতম মজুরী আইনের বিরোধী হলে সরকার সেগুলির অনুমোদনে বিরত থাকুন।

১০। চটশিল্পে মার্চ ৯২ এর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সত্ত্বেও পরবর্তী পাঁচ মাসে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। এবং চুক্তি মত অবসরের ছয় মাসের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে না। চুক্তি ভঙ্গকারী মিল মালিকদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার অবিলম্বে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নিন।

১১। রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে বে-আইনীভাবে বন্ধ করা চটকলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১২। শিল্প-বিরোধ আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী 'ওয়ার্কস কমিটি' তৈরির জন্য সরকারী উদ্যোগ চালু হোক।

১৩। রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে বেশীরভাগ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হোক।

১৪। রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার নেতিবাচক ভূমিকা ছেড়ে শ্রমিক-সমবায় গড়ে কারখানা চালু করার উদ্যোগ নিক।

১৫। পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় ৩০ হাজার বন্ধ কারখানার বিষয়ে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনা ও সুপারিশসহ শ্বেতপত্র প্রকাশিত হোক।

১৬। বন্ধ কারখানাগুলি খোলার জন্য সরকার উদ্যোগ নিলে এগুলি থেকে বিক্রয়কর, আবগারী শুল্ক ছাড়াও শ্রমিকদের বৃত্তিকর, আয়কর থেকে রাজ্যের আর্থিক সঙ্কট অনেকটাই কাটানো যেতে পারে, সরকার এ বিষয়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ নিন।

১৭। তৃতীয় ভূমি-সংস্কার আইন কার্যকর করে সমস্ত খাস জমি ও জলাশয় কৃষি ও মৎস্যজীবী সমবায়ের হাতে তুলে দিতে হবে।

১৮। ই এস আই-এর বিভিন্ন কমিটির রিভিউ করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কমিটিগুলিতে নির্বাচিত একজন বীমাকারী (শ্রমিক) প্রতিনিধি চাই।

১৯। পেশাগত রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ বিভাগ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ই এস আই হাসপাতালে রাখা হোক।

২০। কোনো শিল্পে একজন মাত্র শ্রমিক থাকলেও তাকে ই এস আই-এর আওতায় আনতে হবে।

২১। ব্রেথওয়েটের মত শিল্প-দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরকারি ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২২। লেবার ট্রাইবুনালে বিচারের কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

নাম—

ঠিকানা